বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫

প্রথম অধ্যায়

১.০ নামকরণ এবং প্রারম্ভিকতা

১.১ এ নীতিমালাটি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের **'গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫'** নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ গবেষণা নীতিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বলবৎ হবে।

১.৩ সংজ্ঞা

এ নীতিমালার জন্য নিম্নের সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে:

১.৩.১ 'বোর্ড' বলতে বিপিএটিসি'র পরিচালনা বোর্ডকে বোঝাবে।

১.৩.২ 'কেন্দ্র' বলতে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-কে বোঝাবে।

১.৩.৩ 'অনুষদ সদস্য' বলতে বিপিএটিসি'র নবম বা তদূর্ধ্ব সকল গ্রেডের যে কোনো কর্মচারীকে বোঝাবে।

১.৩.৪ 'কোর কোর্স' বলতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি), উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি), সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি) এবং পলিসি, প্লানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)-কে বোঝাবে।

১.৩.৫ 'গবেষণা কমিটি' বলতে বিপিএটিসি কর্তৃক গঠিত গবেষণা কমিটিকে বোঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.০ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ লক্ষ্য

কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণকে গবেষণা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটি রূপরেখা প্রদান করা।

২.২ উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬ এর (ঙ), (জ) ও (ঝ) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন ও জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উপদেশনায় নেতৃত্ব প্রদান ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(গ) কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনুষদ সদস্যগণের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে গবেষণার সংস্কৃতি চালু করে জ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষমতার বিকাশ;

(ঘ) গবেষণা ও উন্নয়নের নিরন্তর বিকাশের জন্য একটি কাঠামো সরবরাহকরণ;

(ঙ) গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার;

(চ) কেন্দ্র, গবেষকবৃন্দ এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে গবেষণা ও উপদেশনা সক্ষমতার উন্নয়ন;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে দেশীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে যৌথভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সামাজিক গবেষণার যে কোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;

(জ) অন্যান্য গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে গবেষণার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল বিনিময়।

২.৩ বিপিএটিসিতে গবেষণার পরিধি

২.৩.১ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (TNA- Training Needs Assessment), প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার (PTU- Post-Training Utilization), প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরী, প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কেইস তৈরী;

২.৩.২ এ নীতিমালা কেন্দ্রের তহবিলের উৎস নির্বিশেষে প্রাপ্ত (রাজস্ব, উন্নয়ন বাজেট, প্রকল্প, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে) অর্থের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, দেশের লোক-প্রশাসন ও উন্নয়ন, সুশাসন, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ;

২.৩.৩ অর্থের উৎস নির্বিশেষে কেন্দ্রের সকল গবেষণা কর্মের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা;

২.৩.৪ উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদেশিক সংস্থা বা অন্য কোনো সংস্থার অনুরোধকৃত গবেষণা কর্ম ব্যবস্থাপনা; এবং

২.৩.৫ কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট বহির্ভূত অর্থের সাহায্যেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নের জন্য পরামর্শমূলক গবেষণা।

২.৪ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রম (District and Upazila Attachment of FTC)

২.৪.১ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং কেন্দ্রের জার্নালে প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

২.৪.২ অনুচ্ছেদ ২.৪.১ বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা শাখা একটি গবেষণা দল গঠন করে গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিপিএটিসি'র গবেষণা ব্যবস্থাপনা

৩.০ গবেষণা কমিটির কাঠামো

৩.১ কেন্দ্রের পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) গবেষণা সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩.২ কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা কমিটি থাকবে। এ কমিটি কেন্দ্রের বোর্ড কর্তৃক গঠিত হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে:

(ক) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সদস্য: **সভাপতি**

(খ) কেন্দ্রের সকল এমডিএস (পদাধিকার বলে): **সদস্য**

(গ) কেন্দ্রের রেক্টর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন কেন্দ্র-বহির্ভূত ও কেন্দ্রের ১ (এক) জন অনুষদ সদস্য যাঁরা প্রত্যেকেই গবেষণা বিশেষজ্ঞ হবেন এবং প্রত্যেকের কমপক্ষে ১০টি করে প্রকাশনা থাকবে (সর্বোচ্চ ৩ বছরের জন্য): **সদস্য**

(ঘ) উপ- পরিচালক (গবেষণা): **সদস্য**

(ঙ) পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন (পদাধিকার বলে): **সদস্য-সচিব**

৩.৩ গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি

(১) কেন্দ্রের সকল গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা করা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(২) গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদন করা ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে অভিমত প্রদান করা; এবং

(৩) সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনে গবেষণা নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ করা।

৩.৪ গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা (Review) এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়া

৩.৪.১ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণের নিকট থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করবেন। তবে অনুষদ সদস্যগণ বছরের অন্য যে-কোনো সময়েও গবেষণা প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন।

৩.৪.২ অনুষদ সদস্যগণ কেন্দ্রের গবেষণায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দেশের অন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণকে সম্পৃক্ত করতে পারবেন।

৩.৪.৩ গবেষণা প্রস্তাব আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে গবেষকগণকে কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালা অনুসরণপূর্বক গবেষণা প্রস্তাব প্রস্তুত করার অনুরোধ করতে হবে।

৩.৪.৪ কেন্দ্র-বহির্ভূত গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রের গবেষণায় আকৃষ্ট করা এবং গবেষণাকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) টি দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করা হবে।

৩.৪.৫ কেন্দ্র-বহির্ভূত গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রের গবেষণায় অংশ নিতে হলে গবেষণা প্রস্তাব তৈরির শুরু থেকেই কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এরূপ গবেষণা প্রস্তাব তৈরিতে কেন্দ্র-বহির্ভূত গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য কে কিভাবে অবদান রেখেছেন তা গবেষণা প্রস্তাবে শুরুতে একটি পৃথক পাতায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৪.৬ যে বিষয়ে কোনো গবেষক মাস্টার্স বা পিএইচডি'র জন্য বা অন্য কোথাও গবেষণা সম্পন্ন করেছেন বা চলমান রয়েছে, সেই একই বিষয়ে কেনো গবেষণা প্রস্তাব জমা দেয়া যাবে না। এ রূপ ঘটলে গবেষণা কর্মটি বাতিল করা হবে এবং কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গবেষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪.৭ প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ২০০০ থেকে ৩০০০ শব্দের মধ্যে (গবেষকের জীবনবৃত্তান্ত ব্যতীত) লিখিত হতে হবে।

৩.৪.৮ প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবে in-text citationসহ অন্তত ১৫টি রেফারেন্স লিস্ট থাকতে হবে। প্রস্তাবে বিজেপিএ রেফারেন্সিং স্টাইল (যা হার্ভার্ড স্টাইলকে অনুসরণ করে করা হয়েছে) অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪.৯ গবেষণা প্রস্তাবগুলি যথাযথ কাঠামো অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কি না তা গবেষণা শাখা কর্তৃক যাচাই করা হবে।

৩.৪.১০ যেসব গবেষণা প্রস্তাব নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি এই নীতিমালায় বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে। কেন্দ্রের বাজেটের গবেষণা উপখাত হতে সেমিনারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩.৪.১১ প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। উক্ত নম্বরের বিভাজন হবে: অনুষদ সেমিনারে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনা-এর উপর ২০ নম্বর এবং কেন্দ্রস্থ ও কেন্দ্র বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক লিখিত গবেষণা প্রস্তাবের উপর ৮০ নম্বর। পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করে মুল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন।

৩.৪.১২ প্রাথমিক বাছাই-এর উদ্দেশ্যে গবেষণা প্রস্তাবসমূহ অনুষদ সেমিনারে (Research Proposal Presentation) উপস্থাপন করা হবে। উক্ত সেমিনারে রেক্টর কর্তৃক মনোনীত এক বা দুইজন অনুষদ সদস্য/ কেন্দ্র বর্হিভূত বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসাবে থাকবেন। উক্ত সেমিনারে রিসার্চ এথিক্স কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।

৩.৪.১৩ কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত আলোচক/গণ এবং Research Ethics Committee (REC)-এর সদস্যবৃন্দ যৌথভাবে (গড়ভিত্তিতে) গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা'র উপর নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী ২০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, কোন অর্থবছরে REC সদস্যদের কোন গবেষণা প্রস্তাব থাকলে, উক্ত সদস্য এর পরিবর্তে এমডিএস (আরএন্ডসি) কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ REC সদস্য হিসবে উক্ত ভূমিকা পালন করবেন। তবে, গবেষণা কমিটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ কাঠামোর পরিবর্তিত রূপ গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

৩.৪.১৪ গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনা সেমিনারে মূল্যায়নকারীগণের নম্বরসমূহের ভিত্তিতে যে সকল গবেষণা প্রস্তাব ২০ নম্বরের মধ্যে ৫০% -এর কম পাবে (আলোচকবৃন্দ এবং রিসার্চ এথিকস কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রদত্ত নম্বেরের গড়), সে সকল প্রস্তাব পরবর্তী ধাপের জন্য বিবেচিত হবে না।

৩.৪.১৫ যে সকল গবেষণা প্রস্তাব ২০ নম্বরের মধ্যে ৫০% বা ৫০% এর অধিক পাবে, সে সকল প্রস্তাব পরিমার্জন (র‍্যাপোর্টিয়ার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে) সাপেক্ষে পরবর্তীতে গবেষক দাখিল করবেন।

৩.৪.১৬ দ্বিতীয় পর্যায়ের বাছাই-এর উদ্দেশ্যে রেক্টর কর্তৃক মনোনীত মূল্যায়নকারী প্যানেল হতে একজন অনুষদ সদস্য ও একজন কেন্দ্র বর্হিভূত বিশেষজ্ঞের নিকট পরিমার্জিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ (অনুষদ সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে) প্রেরণ করা হবে।

৩.৪.১৭ মূল্যায়নকারীগণের নিকট প্রেরণের পূর্বে, প্রস্তাবসমূহের সাদৃশ্য সূচক (similarity index) পরীক্ষা করতে হবে। যে প্রস্তাবসমূহের সাদৃশ্য সূচক ২০% এর বেশি হবে, সেগুলো মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে হবে।

৩.৪.১৮ পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীগণের গড় নম্বর ও সাদৃশ্য সূচক-এর উপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত স্কোর তৈরি করা হবে। যে সকল প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর নিকট হতে ৫০% (গড়) এর কম পাবে সে সকল প্রস্তাব পরবর্তী ধাপের জন্য বিবেচিত

হবে না। উল্লেখ্য, প্রতিটি লিখিত প্রস্তাব দুইজন মূল্যায়নকারী কর্তৃক ৮০ নম্বর এবং প্রস্তাব উপস্থাপনার উপর মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক ২০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

৩.৪.১৯ কোনো কারণে কেন্দ্রস্থ মূল্যায়নকারী পাওয়া না গেলে, কেন্দ্র বহির্ভূত একাধিক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা যাবে।

৩.৪.২০ যে সকল অনুষদ সদস্য গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন, তাঁরা মূল্যায়নকারী হবেন না।

৩.৪.২১ গবেষণা কমিটির কোনো সদস্য সাধারণত গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নকারী হবেন না।

৩.৪.২২ মূল্যায়নকারীগণের নিকট গবেষকের নামবিহীন (anonymous) গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

৩.৪.২৩ দেশীয় বা আন্তর্জাতিক অন্য কোনো সংস্থার সাথে যৌথভাবে পরিচালিত গবেষণার প্রস্তাবও একটি অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে।

৩.৪.২৪ কোনো অনুষদ সদস্যের পূর্ববর্তী কোনো অর্থবছরে গৃহীত কোনো গবেষণা চলমান থাকলে এবং উক্ত গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন নতুন গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনা সংক্রান্ত অনুষদ সেমিনারের তারিখের আগে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) বরাবর দাখিল না করলে, তাঁকে অনুরূপ সেমিনারে নতুন গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনার সুযোগ দেয়া হবে না।

৩.৪.২৫ অনুষদ সেমিনারে গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম, গবেষণা সমস্যা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা বাজেট ইত্যাদির সামঞ্জস্যতা বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৩.৪.২৬ মূল্যায়নকারীগণের নম্বরসমূহের প্রতিটিতে পৃথকভাবে (প্রস্তাব উপস্থাপনা ও লিখিত প্রস্তাব) ন্যূনতম ৫০% নম্বর প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৩.৪.২৭ গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থাপন করার জন্য প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবের একটি করে সমন্বিত স্কোর তৈরিপূর্বক স্কোরসমূহের একটি তালিকা (অধঃক্রমানুসারে) তৈরি করতে হবে। একটি গবেষণা প্রস্তাবের সমন্বিত স্কোর হবে (ক) ও (খ) এর যোগফল, যেখানে (ক) অর্থ প্রাথমিক সেমিনারে প্রস্তাব মূল্যায়নকারীগণের নম্বরসমূহের গড় এবং (খ) অর্থ লিখিত গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নকারীগণের নম্বরসমূহের গড়। উল্লেখ্য, লিখিত গবেষণা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ সাদৃশ্য-সূচক মান- ২০ আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৩.৪.২৮ গবেষণা কমিটির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য অনুচ্ছেদ ৩.৪.২৭ এ বর্ণিত তালিকায় নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ থাকতে হবে: (ক) গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম, (খ) মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর, (গ) মূল্যায়নকারীগণের নম্বরসমূহের গড়, (ঘ) মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট সংক্রান্ত মন্তব্য, (ঙ) গবেষণা প্রস্তাবে প্রাপ্ত সাদৃশ্য-সূচক, (চ) সমন্বিত স্কোর।

৩.৪.২৯ গবেষণা প্রস্তাবসমূহের সমন্বিত স্কোর- এর ভিত্তিতে, গবেষণা কমিটি গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাব রেক্টরের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে।

৩.৪.৩০ অনুমোদন না করার বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে রেক্টর গবেষণা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করবেন এবং কেন্দ্রের গবেষণা কর্ম সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করবেন।

৩.৪.৩১ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণার অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারি করবেন।

৩.৫ রিসার্চ এথিক্স কমিটি (Research Ethics Committee) -এর কাঠামো

৩.৫.১ কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত অথবা কেন্দ্রের রাজস্ব খাত হতে নির্বাহিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের গুণগত মান, নৈতিক মানদন্ড এবং গবেষণার উদ্দেশ্য ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি Research Ethics Committee (REC) থাকবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে:

ক্রম	কর্মকর্তাদের পদবী	গঠিত কমিটি'র পদমর্যাদা
ক)	পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) :	সভাপতি
খ)	এমডিএস (আরএন্ডসি) কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য:	সদস্য
গ)	উপরিচালক (গবেষণা) :	সদস্য সচিব

৩.৫.২ **রিসার্চ এথিক্স কমিটি Research Ethics Committee (REC) এর কার্যপরিধি:**

ক) গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনা (Research Proposal Presentation) সেমিনারে কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত আলোচক/গণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর এবং REC কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় করে চূড়ান্ত নম্বরপত্র প্রস্তুত করা।

খ) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর (BRC কর্তৃক) "গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা" সভায় গবেষণাসমূহের উদ্দেশ্য (Research Objective) এর সাথে তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Data collection tools) এবং পদ্ধতি (Research Methodology) এর সামঞ্জস্যতা ও উপযুক্ততা যাচাই করা এবং উক্ত মতামত গবেষককে অবহিত করার জন্য গবেষণা শাখায় প্রেরণ করা।

গ) গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে প্রকাশনার জন্য Ethical Clearance Certificate প্রদান করা।

৩.৬ গবেষণা উপদেশনা

৩.৬.১ কেন্দ্র, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পক্ষে, জনগণের জন্য ঐ সকল সংস্থার প্রদেয় সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সুশাসন সম্পর্কিত পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্থে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে কেন্দ্রের বাজেটের গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে কেন্দ্র তার নিজস্ব অর্থেও এরূপ গবেষণা করতে পারবে। পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তরসমূহে প্রতি ক্যালেন্ডার বছর-এর শুরুতে তার গবেষণার চাহিদা জানার জন্য আবশ্যিকভাবে পত্র (call for proposal) প্রেরণ করবেন।

চাহিদা পাওয়ার পর পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) আগ্রহী ও গবেষণার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যগণের মধ্য থেকে একটি গবেষণা দল গঠন করবেন। যে সংস্থার পক্ষে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম সম্পাদন করবে ঐ সংস্থার সাথে এমডিএস (আর এন্ড সি) মতৈক্যের জন্য আলোচনা করবেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। কেন্দ্রবর্হিভূত যে পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্য পরিচালিত হবে, উক্ত গবেষণা কর্মে সেই পক্ষের একজন বিশেষজ্ঞ থাকবেন। সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষণা দলের পরামর্শক হিসাবে থাকতে পারবে।

৩.৬.২ কেন্দ্রের পক্ষে এমডিএস (আর এন্ড সি) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত পত্রের অনুকূলে সাড়া দিয়ে গবেষণা ও উপদেশনা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন। এমডিএস (আর এন্ড সি) এ কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি Terms of Reference (TOR) প্রস্তুত করে রেক্টরের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। কাজের ধরন অনুযায়ী Terms of Reference (TOR) টি পরিবর্তন করা যাবে।

৩.৬.৩ কেন্দ্র-বহির্ভূত উৎসের অর্থায়নে সম্পাদিত গবেষণা কাজে উপপরিচালক (গবেষণা) ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে।

৩.৬.৪ কেন্দ্রের নিজস্ব প্রয়োজনে গৃহীত প্রায়োগিক গবেষণা এবং ৩.৬.১ ও ৩.৬.২ ধারায় বর্ণিত গবেষণা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কর্ম হিসেবে গণ্য করা হবে। এরুপ গবেষণা কর্মের জন্য ৩.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পর্যালোচনা (review) প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হবে না। তবে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবসমূহ গবেষণা কমিটির সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৩.৭ গবেষণা তথ্য ভান্ডার

৩.৭.১ উপপরিচালক (গবেষণা) কেন্দ্রের সকল গবেষণা কর্মের তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ করবেন।

৩.৮ গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

৩.৮.১ প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে গবেষণা শাখা একটি সেমিনারের মাধ্যমে পরবর্তী অর্থবছরে কি কি বিষয়ে গবেষণা করা হবে তা ঠিক করবে এবং গবেষণা প্রস্তাব আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে সে বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হবে। উক্ত সেমিনারে বর্ণিত বিষয়ে গবেষণা করতে গবেষকগণ সর্বোচ্চ কত টাকার বাজেট প্রদান করতে পারবেন তাও নির্ধারণ করতে হবে। এই সেমিনারের ব্যয় কেন্দ্রের গবেষণা খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

৩.৮.২ অনুচ্ছেদ ৩.৮.১ এ বর্ণিত সেমিনারে রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় ধরনের বাজেটের গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৮.৩ একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

(ক) ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা (Research problem)

(খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

(গ) গবেষণার যৌক্তিকতা

(ঘ) গবেষণার পরিধি

(ঙ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ)

(চ) বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা

(ছ) গবেষণা দল

(জ) কর্ম পরিকল্পনা এবং সময়সীমা

(ঝ) বাজেট

(ঞ) রেফারেন্স তালিকা

(ট) গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত।

৩.৯ গবেষণার মেয়াদ

৩.৯.১ একটি গবেষণার মেয়াদ সাধারণভাবে অর্থবছরের মধ্যে সীমিত থাকবে। তবে গবেষণা অধিশাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রের রেক্টর প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩.১০ গবেষণার আরম্ভ

৩.১০.১ গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণার অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারির পর উপ-পরিচালক (অর্থ) প্রতিটি গবেষণার অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অর্থ ছাড়ের তারিখ থেকে গবেষণার আরম্ভ গণনা করা হবে।

৩.১০.২ গবেষণার অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদানের তারিখ হতে পরবর্তী দশ (১০) মাসের মধ্যে অন্তত:পক্ষে চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের প্রথম খসড়া দাখিল করতে হবে, অন্যথায় উক্ত গবেষণা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে গৃহীত অগ্রিম অর্থ কেন্দ্রের অর্থ শাখায় জমা দিতে হবে।

৩.১১ গবেষণা কর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১১.১ প্রতি গবেষণার গবেষক প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট পেশ করবেন।

৩.১১.২ অগ্রগতি প্রতিবেদনের সাথে নির্ধারিত ছকে গবেষণা লগ বই পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট পেশ করতে হবে।

৩.১১.৩ এমডিএস (আর এন্ড সি) এর মাসিক সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

৩.১১.৪ কোনো গবেষক পর পর ০২ (দুই) মাস অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট পেশ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্প বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে গৃহীত অগ্রিম অর্থ কেন্দ্রের অর্থ শাখায় জমা দিতে হবে।

৩.১২ সেমিনারে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন

৩.১২.১ প্রতিটি গবেষণার প্রথম খসড়া প্রতিবেদন কেন্দ্রের অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে।

৩.১২.২ গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষা হবে ইংরেজি; তবে প্রয়োজনে কোনো গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা যাবে।

৩.১২.৩ গবেষণা প্রতিবেদনের মূল অংশে (প্রথম অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায়) অন্তত দশ হাজার শব্দ থাকতে হবে। অন্যথায়, গবেষণা প্রতিবেদনটি অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৩.১২.৪ গবেষণা প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত একটি সাধারণ কাঠামো অনুসরণ করে তৈরি করতে হবে। প্রতিবেদন নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে কিনা গবেষণা শাখা তা পরীক্ষা করবে এবং নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ না করলে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) সংশ্লিষ্ট গবেষককে নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রদান করবেন।

৩.১২.৫ সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতসমূহ গবেষক তাঁর গবেষণা প্রতিবেদনে কিভাবে প্রতিফলন করেছেন তা গবেষণা শাখা কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুসরণপূর্বক পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) বরাবর দাখিল করবেন।

৩.১২.৬ সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতসমূহ গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত করেছেন কিনা তা গবেষণা শাখা যাচাই করে দেখবে এবং সঠিক মনে হলে গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নকারীগণের নিকট প্রেরণ করবে।

৩.১৩ সম্পাদিত গবেষণার প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদন

৩.১৩.১ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গবেষণা কমিটি কর্তৃক বিশদ গবেষণা ক্ষেত্র অনুযায়ী মনোনীত মূল্যায়নকারী প্যানেল হতে একজন অনুষদ সদস্য ও কেন্দ্র বর্হিভূত একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হবে।

৩.১৩.২ কোনো কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে রেক্টর মূল্যায়নকারী প্যানেল নির্ধারণ করতে পারবেন।

৩.১৩.৩ কোনো কারণে কেন্দ্রস্থ মূল্যায়নকারী পাওয়া না গেলে, কেন্দ্র বহির্ভূত দুইজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা যাবে।

৩.১৩.৪ মূল্যায়নকারীগণের নিকট প্রেরণের আগে, গবেষণা প্রতিবেদনসমূহের সাদৃশ্য-সূচক (similarity index) পরীক্ষা করতে হবে। যে প্রতিবেদনের সাদৃশ্য-সূচক ২০% এর বেশি হবে, সে প্রতিবেদনের সাদৃশ্য-সূচক ২০% এর মধ্যে সীমিত রাখার জন্য পুনরায় গবেষকের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে।

৩.১৩.৫ যে সকল অনুষদ সদস্য গবেষণা কর্মে নিযুক্ত থাকবেন, তাঁরা কোনো গবেষণা প্রতিবেদনের মূল্যায়নকারী হবেন না।

৩.১৩.৬ গবেষণা কমিটির কোনো সদস্য কোনো গবেষণা প্রতিবেদনের মূল্যায়নকারী হবেন না।

৩.১৩.৭ মূল্যায়নকারীগণের নিকট গবেষকের নামবিহীন (anonymous) গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

৩.১৩.৮ গবেষণা কমিটি বিশদ গবেষণা ক্ষেত্র অনুযায়ী একাধিক মূল্যায়নকারীর একটি প্যানেল ঠিক করে দিবেন। একজন গবেষণা কর্মকর্তা প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত দুইজন সদস্যকে নির্ধারিত মূল্যায়ন কাঠামোসহ (পরিশিষ্ট-৩) গবেষণা প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং তিনি এ সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীকে এ সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখতে অনুরোধ করবেন। মূল্যায়ন কাঠামোতে গবেষণার শিরোনাম থাকবে, সেখানে গবেষকের নাম বা অন্য কোনো পরিচয় থাকবে না। মূল্যায়নকারীগণ তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দিলে তা সংশ্লিষ্ট গবেষককে প্রেরণের পূর্বে মূল্যায়নকারীগণের নাম মুছে দিতে হবে।

৩.১৩.৯ মূল্যায়নকারীগণ তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ব্যাপক পরিমার্জন (major revision) এর পক্ষে মত দিলে, গবেষক কর্তৃক প্রতিবেদন পরিমার্জনের পর তা পুনরায় সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীর নিকট প্রেরণ করতে হবে তাঁর চূড়ান্ত মন্তব্যের জন্য।

৩.১৩.১০ প্রতিটি সম্পাদিত গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির বিবেচনার জন্য দাখিলের পূর্বেই, সম্পাদিত গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গবেষক ৫০০০ থেকে ৭০০০ শব্দের মধ্যে লিখিত একটি প্রবন্ধ (full paper) কেন্দ্রের ইংরেজি জার্নাল Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA) এ প্রকাশের নিমিত্তে জার্নালটির নিয়ম অনুসরণপূর্বক জমা দিবেন। এরূপ জমার একটি প্রমাণক গবেষণা কমিটির নিকট পেশ করতে হবে। অন্যথায়, সম্পাদিত গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা যাবে না।

৩.১৩.১১ গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১৫ (পনের) কপি পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) বরারব দাখিল করবেন।

৩.১৩.১২ প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীগণের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা কমিটি উপযুক্ত মনে করলে অনুমোদন করবে।

৩.১৪ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

৩.১৪.১ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত সকল গবেষণার প্রতিবেদনের স্বত্ব কেন্দ্রের নিকট ন্যস্ত থাকবে। কেন্দ্র যে কোনো সময় গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে, এজন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। বিপিএটিসি কোনো গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করলে তাতে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের নাম উল্লেখ করতে হবে। গবেষক পত্র বা ই- মেইলের মাধ্যমে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) কে অবহিত করে গবেষণার ফলাফলের উপর লিখিত প্রবন্ধ জার্নালে প্রকাশ করতে পারবেন।

৩.১৪.২ গবেষণা কর্মে অর্থ যোগান দেয়ার জন্য জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে কেন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

৩.১৪.৩ কোনো গবেষণায় একাধিক গবেষক থাকলে জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে লেখকগণের নাম সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখিত contributor list এর শর্তের অনুরূপ হবে।

৩.১৪.৪ গবেষক এরূপ গবেষণার ফলাফলের উপর লিখিত প্রবন্ধ BJPA বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো জার্নালে ৩ (তিন) বছরের মধ্যে প্রকাশত করতে না পারলে, সংশ্লিষ্ট গবেষক পরবর্তীতে গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য এই নীতিমালার অধীন কোনো ধরনের গবেষণায় বাজেট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তবে গবেষণার ফলাফলের উপর লিখিত প্রবন্ধ BJPA বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো জার্নালে প্রকাশের বিবেচনায় রিভিউয়ের জন্য গৃহীত হলে, সংশ্লিষ্ট গবেষক পরবর্তীতে গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য এই নীতিমালার অধীন গবেষণায় বাজেট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩.১৪.৫ এই নীতিমালার অধীনে গৃহীত কোনো গবেষণার ফলাফলের উপর লিখিত কোনো প্রবন্ধ scopus-indexed জার্নালে প্রকাশিত হলে, সংশ্লিষ্ট মূখ্য গবেষক, তিনি যদি কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য হন, তাহলে তাঁর মূল বেতনের সমান অর্থ সম্মানী হিসেবে পাবেন যা কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাত থেকে দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে লেখককে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিসহ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) বরাবর আবেদন করতে হবে। কেন্দ্র এরূপ প্রকাশনার স্বীকৃতি স্বরূপ লেখককে একটি সম্মাননা পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করবে। এছাড়া, এরূপ প্রতিষ্ঠিত গবেষককে কেন্দ্রের একাডেমিক কার্যক্রমে বেশি বেশি সম্পৃক্ত করার জন্য কেন্দ্রের রেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) পত্র প্রেরণ করবেন।

৩.১৪.৬ প্রতিটি গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সফ্ট কপি কেন্দ্রের ই-রিপজিটরিতে জমা করতে হবে।

৩.১৩.৭ গবেষণা শাখা কর্তৃক প্রদত্ত একটি নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণপূর্বক, প্রতিটি সম্পাদিত গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে গবেষক একটি পলিসি ব্রিফ তৈরি করবেন এবং পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট জমা করবেন। এরূপ পলিসি ব্রিফ গবেষণা শাখা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তরে প্রেরণ করবে। পলিসি ব্রিফে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের নাম উল্লেখ করতে হবে। ব্যাপক প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য পলিসি ব্রিফটি কেন্দ্রের ওয়েবসাইট ও ই-রিপজিটরিতে প্রকাশ করতে হবে।

৩.১৩.৮ গবেষণা শাখা প্রতি বছর সম্পাদিত গবেষণাকর্মসমূহের উপর প্রচার (dissemination) সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজন করবে, যেখানে গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। উক্ত সেমিনারে সম্পাদিত গবেষণাকর্মসমূহের গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করবেন। এরূপ সেমিনারের ব্যয় কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

৩.১৩.৯ সম্পাদিত গবেষণার ফলাফলের উপর একটি ছোট লেখা গবেষণা শাখা কর্তৃক নির্ধারিত একটি কাঠামো অনুসরণপূর্বক তৈরি করে গবেষকগণ "বিপিএটিসি নিউজ লেটার"-এর সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন।

৩.১৩.১০ অনুচ্ছেদ ৩.১৩.৪ ও ৩.১৩.৬ থেকে ৩.১৩.৯ এ বর্ণিত করণীয়সমূহের যে কোনোটি কোনো গবেষক প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হলে, তিনি এই নীতিমালার অধীন কোনো গবেষণায় বাজেট প্রাপ্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা দল গঠন

৪.০ গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্তি

৪.১ প্রতি গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক গবেষকের সমন্বয়ে একটি গবেষণা দল থাকবে।

৪.২ সাধারণভাবে একটি গবেষণা দলে গবেষক, গবেষণা সহযোগী, ও সদস্য থাকতে পারবে।

৪.৩ যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক গবেষণা দলে পরামর্শক রাখা যেতে পারে।

৪.৪ কেন্দ্রের যে কোনো অনুষদ সদস্য ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী এই নীতিমালার অধীন সুবিধা নিয়ে গবেষণা দল গঠন করে গবেষণা করতে পারবেন।

৪.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দেশের অন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ গবেষকগণকে কেন্দ্রের গবেষণা কর্মে সম্পৃক্ত করে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণ গবেষণা দল গঠন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যকে বহন করতে হবে।

৪.৬ কোনো গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণা দলের সকল সদস্যকে ঐ গবেষণার দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর কোনো গবেষক বদলী হলেও বা অবসরে গেলেও তিনি গবেষণা শেষ করতে পারবেন।

সেক্ষেত্রে গবেষণার যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার কর্তৃপক্ষকে দেখানোর জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৪.৭ কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণের, বিশেষ করে নবনিযুক্ত অনুষদ সদস্যগণের, গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবেন।

৪.৮ কেন্দ্রের নবীন গবেষকগণের গবেষণা প্রস্তাব সুসামঞ্জস্য করার লক্ষে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) তাঁদের খসড়া গবেষণা প্রস্তাবের উপর প্রতিবছর প্রস্তুতিমূলক অনুষদ সেমিনার আয়োজন করতে পারবেন। এরূপ সেমিনারের ব্যয় কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

৪.৯ কেন্দ্রের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী একটি অর্থ বছরে গবেষকের ভূমিকায় দুইটির বেশি গবেষণায় নিযুক্ত হতে পারবেন না।

৪.১০ গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে যার স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) থাকবে তাঁকে গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৪.১১ কেন্দ্রের প্রতিটি অনুবিভাগ গবেষণা দল গঠন করে তাদের স্ব স্ব কাজের মূল্যায়নের জন্য গবেষণা করতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাজে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।

৪.১২ গবেষণা দলে নিয়োজিত গবেষকগণের লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন পত্র

৪.১২.১ গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সম্মতি জ্ঞাপন পত্র গবেষণা শাখা সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট ই-নথিতে সংরক্ষণ করবে। সম্মতি জ্ঞাপন পত্রে গবেষণার শিরোনাম, অর্থবছর ও গবেষণা দলের সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর থাকবে (পরিশিষ্ট-৪)।

৪.১২.২ উক্ত সম্মতি জ্ঞাপন পত্রে গবেষণা দলের সদস্যগণ কেন্দ্রকে এই মর্মে অংগীকার প্রদান করবেন যে, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ সুসম্পন্ন করবেন এবং কোনো কারণে গবেষণা কর্ম অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা কর্ম থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) কেন্দ্রকে ফেরত প্রদান করবেন।

৪.১২.৩ অনুমোদিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকগণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোনো কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে এমডিএস (গবেষণা ও উপদেশনা) -এর মাধ্যমে কেন্দ্রের রেক্টরের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা কর্মের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৫.০ তহবিলের উৎস

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা কর্মের তহবিল গঠিত হবে:

(ক) কেন্দ্রের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ; এবং

(খ) সরকার অনুমোদিত দেশী ও বিদেশী সংস্থা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ।

(গ) এই নীতিমালার অধীনে দাখিলকৃত গবেষণার বাজেট গবেষণা কাজের পরিধি ও ৫.৪.১ নম্বর ক্রমিকে নির্ধারিত বাজেট বিভাজন বিবেচনায় প্রস্তাব করতে হবে। তবে তা অনুষদ সেমিনারে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

৫.১ গবেষণা কর্মে যুক্ত গবেষণা দলের সদস্যগণের সম্মানী

৫.১.১ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কর্মের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৪০% অর্থ গবেষণা দলের সম্মানী হিসেবে ব্যয় করা যেতে পারে।

৫.১.২ বিদেশি এবং কেন্দ্র-বহির্ভূত উৎসের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থদাতাদের সাথে আলোচনা করে গবেষণা দলের সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করা যাবে।

৫.২ গবেষণা কমিটির কেন্দ্র-বহির্ভূত সদস্যগণের সম্মানী

৫.২.১ গবেষণা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্র-বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেকে কেন্দ্রের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ (বিওডি) এর সভায় অংশগ্রহণকারীগণের জন্য নির্ধারিত হারে সম্মানী পাবেন।

৫.৩ মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী

৫.৩.১ গবেষণা প্রস্তাবের প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ সম্মানী বাবদ প্রত্যেকে প্রতি প্রস্তাবের জন্য ২,০০০/-(দুইহাজার) টাকা করে পাবেন এবং এ অর্থ কেন্দ্রের গবেষণা খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মেটানো হবে।

৫.৩.২ গবেষণা শেষে প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদনের চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সদস্যগণ প্রত্যেকে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন এবং এ অর্থ কেন্দ্রের গবেষণা খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মেটানো হবে।

৫.৪ গবেষণা কর্মের বাজেট বিভাজন

৫.৪.১ একটি গবেষণা কর্মের বাজেট বিভাজনে নিম্নলিখিত খাতসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে-

(ক) গবেষণা দলের সম্মানী: প্রধান গবেষক, গবেষক, গবেষণা সহযোগী/ সদস্য, পরামর্শক

(খ) গবেষণা নির্বাহ ব্যয়:

(১) গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ব্যয় (তথ্য সংগ্রহকারী। গবেষণা সহকারীগণের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা দলের যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (যদি প্রয়োজন হয়), তথ্য সংগ্রহকারী। গবেষণা সহকারীগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যায়, তথ্য সংগ্রহকারী। গবেষণা সহকারীগণের জন্য টুল কিট, প্রশ্নমালা প্রিন্টিং ও ফটোকপি, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন);

(২) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় (ট্রান্সক্রিপশন তৈরি/ সফ্টওয়ারে ডাটা এন্ট্রি);

(৩) স্টেশনারী আইটেম ও পুস্তক ক্রয়;

(৪) গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রিন্টিং, ফটোকপি ও বাঁধাই;

(৫) আনুষঙ্গিক ব্যয় (মোট বাজেটের ২% এর বেশি নয়);

(গ) পরিশিষ্ট-৫ এ বর্ণিত মডেল অনুসরণপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

(ঘ) গবেষণা প্রতিবেদনের মূল্যায়ন, চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্টিং, ও গবেষণা সংক্রান্ত সকল অনুষদ সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত সকল ব্যয় গবেষণা শাখা কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাত থেকে নির্বাহ করবে এবং এ সকল ব্যয় কোনো গবেষণার বাজেট বিভাজনের অংশ হবে না। অনুষদ সেমিনার সংক্রান্ত ব্যয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে।

৫.৪.২ অনুমোদিত গবেষণা কর্মের বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট গবেষক গবেষণার বাজেট বিভাজন (উপখাতসমূহ) পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট পেশ করবেন। প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণার বাজেট বিভাজন কেন্দ্রের এমডিএস (আর অ্যান্ড সি) কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৫.৪.৩ গবেষণা কর্মের জন্য ভ্রমণকালকে দাপ্তরিক কর্মকাল বলে গণ্য করা হবে। তবে উক্ত ভ্রমণের জন্য গবেষণার বাজেট হতে ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। কেন্দ্র হতে আলাদাভাবে ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে না।

৫.৪.৪ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য পরিচালনা ব্যয় (operational cost) কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ হরা হবে।

৫.৫ গবেষণা কর্মের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

৫.৫.১ একটি অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত গবেষণা কর্মসমূহের উপর পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) কর্তৃক অফিস আদেশ জারির পর প্রত্যেক গবেষণার জন্য অনুমোদিত বাজেটের ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করা যাবে। সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর ২য় কিস্তির টাকা ছাড় করতে হবে। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে না।

৫.৫.২ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কর্মের অর্থ দুই কিস্তিতে ছাড় করা হবে। প্রথম কিস্তিতে অনুমোদিত বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ গবেষণার শিরোনামের অনুকূলে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে। গবেষকগণ গবেষণার নামে যে কোনো ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলে চেকের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, হিসাব বিবরণী ইত্যাদি উপপরিচালক (অর্থ) এর নিকট জমা দিয়ে প্রথম কিস্তি বাবদ গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদনের পর গবেষণার সকল করণীয় যথা- (ক) ১৫ (পনের) কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন

পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট জমা, (খ) সফ্ট কপি উপপরিচালক (গবেষণা) এর মাধ্যমে কেন্দ্রের ই-রিপজিটরিতে জমা, (গ) খসড়া পলিসি ব্রিফ, (ঘ) নিউজ লেটারে প্রকাশিতব্য নোট, এবং (ঙ) BJPAতে প্রবন্ধ দাখিল হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) সংশ্লিষ্ট গবেষণার ই-নথির মাধ্যমে ইস্যু করার পর উপপরিচালক (অর্থ) দ্বিতীয় কিস্তিতে অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ গবেষণার শিরোনামের অনুকূলে ছাড় করবেন। গবেষক চূড়ান্ত হিসাব (বিল, ভাউচার ও রশিদ) উপপরিচালক (অর্থ) বরাবর জমা দিয়ে গবেষণার হিসাব সমন্বয় করবে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জুন মাসের পূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫.৫.৩ প্রথম কিস্তির অর্থ থেকে সর্বোচ্চ ৫০% ভাগ অর্থ গবেষণা দল সম্মানী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

৫.৫.৪ কোনো গবেষণায় কেন্দ্র-বর্হিভূত গবেষক যুক্ত থাকলে, গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রের গবেষক আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা করবেন এবং তিনি গবেষণার সকল আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।

৫.৬ প্রকল্পের গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১৫ (পনের)-টি কপি পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট জমা না দেওয়া হলে কিংবা গবেষক কর্তৃক গবেষণা কর্মটি পরিত্যাক্ত হলে উক্ত গবেষণা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষকগণ কেন্দ্রকে ফেরত দিবেন। কোনো গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা সংশ্লিষ্ট গবেষক উপপরিচালক (অর্থ) বরাবর ফেরত দিবেন। গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোনো কর্মকর্তা ও সহকারী তাঁর/তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে গৃহীত অগ্রিম সংশ্লিষ্ট গবেষক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

৫.৭ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

কোনো গবেষণা কর্মের হিসাব সংক্রান্ত ব্যয়ে অডিট আপত্তি দেখা দিলে গবেষকগণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের দায়িত্ব বহন করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা নীতিমালা প্রয়োগ ও পরিবর্তন

৬.১ কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট, উন্নয়ন বাজেট, প্রকল্প বাজেট এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ও অন্য যে কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা পরিচালিত গবেষণা কর্ম এবং পরামর্শদানমূলক গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য যে কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা পরিচালিত কোনো গবেষণা কর্মের সাথে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পৃক্ত হলে তা এ গবেষণা নীতিমালার আওতায় আসবে না।

৬.২ পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যদি গবেষণা নীতিমালায় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে গবেষণা কমিটির সুপারিশক্রমে কেন্দ্রের রেক্টর উক্ত পরিবর্তন করতে পারবেন ও বোর্ডকে অবহিত করবেন।

৬.৩ গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা কর্মের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৪ এই গবেষণা নীতিমালার একটি ইংরেজি ভার্সন থাকবে। বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলা ভার্সন প্রাধান্য পাবে।

...

-:পরিশিষ্টসমূহ:-

২২.০২.২০২৬

ড. মোঃ রওশন জামাল
উপসচিব
পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

পরিশিষ্ট-১: গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন কাঠামো

Bangladesh Public Administration Training Centre

Savar, Dhaka

Research Proposal Evaluation Form

SL No.	Title of Research Proposals	Title of the Study (Clarity & conciseness) **(05)**	Relevance to Scope, Area, Governance Policy & Training Activities of BPATC **(10)**	Research Gap, Novelty & Innovation **(15)**	Clarity of Objectives/ Research Questions **(15)**	Sufficiency of the use of Relevant Literature **(10)**	Methodology & Research Design **(20)**	Budget Justification **(05)**	**Total marks Obtained (80)**
01									
02									
03									

Overall Remarks

পরিশিষ্ট-২: গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো

Outline of Research Report

Outline of research reports funded by BPATC will include the following:

A. The preliminary section of the report will have the following parts:

1. **Cover page:** which shows (i) title of the report, (ii) name of the researcher(s), (ii) organization, and (iv) year
2. **Title Sheet:** which shows (i) title of the report, (ii) purpose of submission, (iii) name of the researcher(s), (iv) organization, and (v) year
3. **Declaration:** which shows how the different researchers have made contributions to the research report when the research team consists of more than one researcher.
4. **Abstract:** which tells readers about (i) problem statement, (ii) objectives/research questions, (iii) methodology, (iv) findings, (v) contribution, (vi) recommendation or direction for future studies.
5. **Table of Contents**
6. **List of Tables** (if any)
7. **List of Figures** (if any)
8. **Abbreviations** (if any)

B. The body/text of the report will have the following chapters:

Chapter One: INTRODUCTION: It will have the following sections:

1.1 Background/problem statement
1.2 Research questions/objectives
1.3 Rationale
1.4 Scope
1.5 Limitation
1.6 Organization of the report

Chapter Two: LITERATURE REVIEW

Chapter Three: METHODOLOGY: It will have the following sections:

Introduction
Approach
Study area
Population and sampling (who were research population, what was sample size, how sample was chosen)
#Data collection method(s)
Data analysis method(s)

Chapter Four: FINDINGS

Chapter Five: DISCUSSION AND CONCLUSION: In an action research, recommendations will follow the following matrix:

Recommendation	Tasks to be Performed	Role	Expected Results

C. The end matter of the report will have the following parts:

1.Reference

2. Appendices (if any)

D. The report formatting will comply the following:

1. Page Layout

The page layout will be A4 size.

2. Font

The text of the report will use 'Times New Roman' font in 12 font-size in general, except it is specified in the relevant places. Line space will be 1.5.

3. Margins

There will be a 1.5-inch margin on left side and 1.0-inch margin in all other sides of an A4 size paper.

4. Title

(i) The title will be 18 font-size, UPPERCASE, Bold, and centred, (ii) There will be 24pt before and 12pt after with 1.5-line space.

5. Heading 1

(i) Heading one will be of 18 font-size, UPPERCASE, Bold, and centred. (ii) It will have 42pt spacing before and 24pt spacing after.

6. Heading 2

(i) Heading two will be UPPERCASE, Bold and left-aligned. (ii) It will have 30pt spacing before and 12pt spacing after.

7. Heading 3

(i) Heading three will be Capitalized each word, Bold, and left-aligned. (ii) It will have 18pt spacing before and 12pt spacing after.

8. Heading 4

(i) Heading three will be Capitalized each word, italic, and left-aligned. (ii) It will have 12pt spacing before and 12pt spacing after.

9. Paragraphs

(i) There will be 12pt spacing before and after each paragraph. (ii) The first line of the second paragraph and onwards will have 0.5 indentation.

10. Table

(i) The word 'Table,' the table number, and the colon in a table title will be Bold. (ii) The table title will be left-aligned and capitalized on each word. (iv) The table title will be above the table.

11. Figure

(i) The word 'Figure,' figure number, and colon in a figure title will be Bold. (ii) The figure title will be centered and capitalized on each word. (iv) The figure title will be below the figure.

12. References

(i) There will be no line space between references. (ii) Each reference will have 0.5 hanging. (iii) The referencing style-in-text citations and reference list-will follow what is shown in the author guidelines of the Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA).

পরিশিষ্ট-৩: গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন কাঠামো

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar Dhaka
Evaluation of Research Report

Title of the research report:

Please provide your comments on the following points of the research report.

1. How well does the report establish a **knowledge gap**? In other words, how well does it describe the **problem statement?**

☐ Very well ☐ To some extent ☐ Poorly ☐ Not at all

Descriptive comments (if any)**:**

.....

.....

.....

.....

2. How well does the report review the relevant **literature** of the field of the research?

2.1 Relevancy of literature:

☐ Very relevant ☐ To some extent relevant ☐ Distantly relevant ☐ Not at all relevant

2.2 Sufficiency of literature

☐ Very sufficient ☐ To some extent sufficient ☐ Poorly sufficient ☐ Not at all sufficient

Descriptive comments (if any)**:** ...Please see details on SL. No. 8.

.....

.....

.....

.....

3. How strong is the **methodology** of the research in meeting its stated objectives?

3.1 Relevancy of methods:

☐ Very relevant ☐ To some extent relevant ☐ Distantly relevant ☐ Not at all relevant

3.2 Strength of methods

☐ Very strong ☐ Moderately strong ☐ Poor ☐ Very weak

Descriptive comments (if any): ...No comments

.....

.....

.....

.....

4. How do the research **findings** contribute to the scientific knowledge?

4.1 Originality: The findings—

☐ add considerable new knowledge ☐ add little new knowledge ☐ do not add new knowledge

4.2 Analysis

☐ Very strong ☐ Moderately strong ☐ Poor ☐ Very weak

Descriptive comments (if any): Please see details on SL. No. 8.

.....

.....

.....

.....

5. How **consistent** are the problem statement, objectives, methodology, findings, and conclusion?

☐ Very consistent ☐ Moderately consistent ☐ Distantly consistent ☐ Not consistent

Descriptive comments (if any): Please see the detail comments

.....

.....

.....

.....

6. Is the **conclusion** logical?

☐ Very logical ☐ Moderately logical ☐ Poorly logical ☐ Not logical

Descriptive comments (if any): No comments

.....

.....

.....

.....

7. Is the **language** of the report in acceptable condition?

☐ Acceptable ☐ Needs major corrections ☐ Needs minor corrections ☐ Unacceptable

8. Your **overall comments** (up to 200 words) about the research report:

9. On the basis of the above assessment, I do hereby

a) Recommend the report for approval
b) Recommend the report subject to a minor revision based on the above comments
c) Recommend the report subject to a major revision based on the above comments
d) Refrain from recommending the report.

Signature of the Evaluator & Date

Name:
Designation:
Organization:

পরিশিষ্ট-৪: গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্তির সম্মতি-জ্ঞাপন-পত্র

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

সাভার, ঢাকা

গবেষণা দলে অন্তর্ভূক্তির সম্মতি-জ্ঞাপন-পত্র

১। গবেষণার শিরোনাম:.....

২। অর্থবছর: .....

৩। এই মর্মে অংগীকার করছি যে, আমি উক্ত গবেষণা কর্মের জন্য গঠিত গবেষণা দলের একজন সদস্য। আলোচ্য গবেষণার বাজেট ছাড়ের দিন থেকে সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে এই গবেষণার কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। কোনো কারণে গবেষণা কর্ম অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা কর্ম থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকি) কেন্দ্রকে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

৪। গবেষণা দল:

গবেষণা কর্মে প্রস্তাবিত ভূমিকা	নাম, অফিসের পদবি, ঠিকানা	স্বাক্ষর ও তারিখ
প্রধান গবেষক/গবেষণা দলের সমন্বয়কারী		
গবেষণা দলের অন্যান্য গবেষকগণ		

পরিশিষ্ট-৫: মডেল বাজেট

Bangladesh Public Administration Training Centre

Savar, Dhaka

Research Title: .....

Research Team: .....

Financial Year: .....

Budget Breakup

Budget Items	Unit and Quantity	Cost (BDT)
Part A: Research Team Members Honorarium	Number of Persons *rate	
	Sub-Total	
Part B:		
1. Cost of data collection (in congruence with stated methodology): *(a) TA&DA/honorarium for data collectors/research assistants* *(b) TA&DA for researchers (if applicable)* *(c)Training of data collectors/research assistants* *(d)Kits for data collectors/research assistants* *(e)Questionnaire printing/photocopying* *(d)Conducting Focus Group Discussion (FGD)*		
(2) Data processing *(a) Preparing transcriptions of interviews and FGDs/data entry into software (where applicable)*		
(3) Purchase of Stationary items/books (in details)		
(4) Printing/Photocopying of draft report		
(5) Secretariat support from Research Section (Not more than 1% of the total budget)		
(6) Miscellaneous (not more than 2% of the total budget)		
	Sub-Total	
	Grand Total	
In words:		

Name and signature of
Lead Researcher

Name and Signature of
MDS (Research & Consultancy)

১৯। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম কেন্দ্রের 'পরিমার্জিত গবেষণা নীতিমালা-২০২১'র ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। উক্ত গবেষণা নীতিমালা সর্বশেষ সংশোধিত হয় ২০২১ সালে। পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষিতে 'পরিমার্জিত গবেষণা নীতিমালা-২০২১' সংশোধনের জন্য বিপিএটিসির গবেষণা কমিটির ৬৫ তম সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয় (পতাকা-ক)। কেন্দ্রের গবেষণা কমিটির ৬৫ তম সভার নির্দেশনা মোতাবেক গবেষণা নীতিমালাকে আরও সময়োপযোগী করার নিমিত্তে নীতিমালাটির কতিপয় স্থানে পরিমার্জন করে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

২০। তৎপ্রেক্ষিতে বিপিএটিসির 'পরিমার্জিত গবেষণা নীতিমালা-২০২১' এর অনুচ্ছেদ ৩.২, ৩.৪, এবং ৩.৫ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাপেক্ষে "গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত)- ২০২৬" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে । বিদ্যমান নীতিমালা ও সংশোধিত নীতিমালার তুলনামূলক বিবরণী একটি ছকে (পতাকা-খ) উপস্থাপন করা হলো। উপর্যুক্ত অবস্থায় "গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত)- ২০২৬" সদয় অনুমোদনের জন্য নথি রেক্টর মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা যায়।

Hasan
18.01.26

মো: হাসান মিয়া
গবেষণা কর্মকর্তা
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

১৮/০১/২৬

মোহাম্মদ মামুন
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

DD (R) / Dir (R&D)

MDS (R&E)

২১। SRO মামুন, DD (R) এবং Director (R&D) এর উপস্থিতিতে আলোচনা করুন।

R.O

১৯/০১/২০২৬

PT.O

২২। নোটানুচ্ছেদ ১৯-২১ নং- দেখা যেতে পারে। আলোচনা হয়েছে। নিয়মিতভাবে এটি অনুমোদন করা হলো। এছাড়া গবেষণা নীতিমালা ২০২৬' নং- এর অনুমোদনের জন্য এটি রেক্টর মহোদয়ের নিকট ও অনুমোদন করা যেতে পারে। বিশেষ বিবেচনায় রেক্টর মহোদয় পর্যায়ে অনুমোদিত হোক।

20/01/2026

20.01.26
Director (RD)

MDS(R&C)

২৬। নোট অনুচ্ছেদ ১৯-২০ মোতাবেক বর্তমান গবেষণা নীতিমালা ২০২১ সংশোধিত এবং গবেষণা নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। রেক্টর মহোদয় অবলোকন ও অনুমোদন দিতে পারেন। পরে BOD কর্তৃক অনুমোদন করে নেয়া হবে।

22/1/26
ড. মোঃ জহুরুল ইসলাম
মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ
গবেষণা ও উপদেশনা (আরএন্ডসি)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

রেক্টর মহোদয়

(R&C)

(RD)